মাজরা পোকা (Stem Borer)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

পোকা পরিচিতি

বাংলাদেশে ধানের জমিতে তিন ধরণের মাজরা পোকা যেমন- হলুদ মাজরা পোকা, কালো মাথা মাজরা পোকা ও গোলাপী মাজরা পোকা বেশী ক্ষতি করে থাকে। কীড়ার রংয়ের উপর ভিত্তি করে মাজরা পোকার নামকরণ করা হয়েছে। এ তিন ধরণের মাজরা পোকার আকৃতি, গঠন ও জীবন বৃত্তান্তে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এদের ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন পদ্ধতি একই ধরণের।হলুদ মাজরা পোকা ধানের ক্ষেতে বেশী ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক হলুদ মাজরা পোকা এক ধরণের মথ।

পুরুষ মথ

স্ত্রী মথ

পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী মথের পাখার উপরে দুটো কালো ফোটা দাগ রয়েছে কিন্তু পুরুষ মথে এ দাগ সুস্পষ্ট নয়। পুরুষ মথের পাখার নীচের দিকে ৭-৮ টি অস্পষ্ট ফোটা দাগ থাকে। মাজরা পোকার স্ত্রী মথ ধান গাছের পাতার আগার দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে, যা এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম থেকে কীড়া বের হয়। সদ্য বের হওয়া কীড়াগুলো সাদা রংয়ের হয়। কীড়াগুলো কান্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে পুত্তলিতে পরিণত হয়। শীতকালে কীড়ার স্থিতিকাল ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুত্তলিগুলো এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়ে কান্ড থেকে বের হয়ে আসে।

ডিম

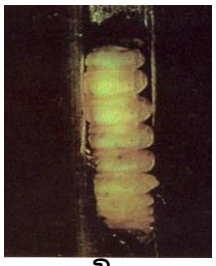
কীড়া

ক্ষতির লক্ষণ

বোরো, আউশ ও আমন তিন মৌসুমেই মাজরা পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। মাজরা পোকার সদ্য ফোটা কীড়াগুলো ২-৪ দিন ধান গাছের পাতার খোলের ভিতরের নরম অংশ খায় এবং পরবর্তীতে কান্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। এর পরে কান্ডের ভিতর থেকে খাওয়ার এক পর্যায়ে ভিতরের নরম ডিগ কেটে ফেলে, যার জন্য মরা ডিগের সৃষ্ট হয়। শীষ বের হওয়ার পূর্বেই এরূপ ক্ষতি হলে তাকে "মরা ডিগ" (Dead heart) বলে। ধান গাছের থোর হওয়ার পর অথবা শীষ বের হওয়ার পর ডিগ কাটলে শীষ মারা যায় একে "মরা শীষ"(White hreat) বলে। মরা শীষের ফলে ধান চিটা হয় এবং শীষটা সাদা বর্ণের হয়।

মরা ডিগ

সাদা শীষ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- সহনশীল জাতের চাষ করা যেমন, বিআর ১, বিআর ১০, বিআর ১১, বিআর ২২;
- জমিতে পর্যাপ্ত ডাল-পালা পুতে দিয়ে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা;
- ধানের জমিতে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে তা ধ্বংশ করা;
- রাতের বেলায় আলোক ফাঁদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা;
- ধান কাটার পর জমির নাড়া পুড়িয়ে দিয়ে মাজরা পোকার ৮০% কীড়া ও পুত্তলি ধ্বংশ করা যায়;
- প্রতি বর্গ মিটারে ২-৩টি স্ত্রী মথ বা ডিমের গাদা অথবা ধান রোপণের ৪০ দিন পর থেকে থোর আসা পর্যন্ত ১০-১৫% মরা ডিগ অথবা ৫% মরা শীষ দেখা মাত্র অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে;
- কীটনাশকের প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই বাজারে অনুমোদিত বিভিন্ন কীটনাশক যেমন- ভিরতাকো, ফুরাডান, ব্রিফার, কুরাটার, ডায়াজিনন, ডার্সবান, এডমেয়ার, এসাটাফ, ফরাটাফ, কাটাপ, মার্শাল, স্পাইক, বেনেট ৫ এসজি বা অন্যান্য অনুমোদিত কীটনাশক বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেবেলে দেয়া সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে;
- কীটনাশক অবশ্যই রৌদ্রোজ্জল বিকেল বেলায় প্রয়োগ করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫ । E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন ।